সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার গৌরব

আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ৬-২৩ পদ

বিগত সপ্তাহগুলিতে আমরা আদিপুস্তক ১ অধ্যায় থেকে আমাদের এই বিশ্ব-ভূমণ্ডলের সৃষ্টির বিবরণ অধ্যয়ন করছি। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী কোনও বিস্ফোরণ বা আকস্মিক ঘটনার ফল নয়, কিন্তু মহান ঈশ্বরের বিস্ময়কর পরিকল্পনা ও তার বাস্তব রূপায়ণের পক্ষে সাক্ষ্য। ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করার পূর্বে কিছুই ছিল না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ শূন্য থেকে ঈশ্বর সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর অন্ধকারের বুকে তাঁর স্বর্গীয় আলো সৃষ্টি করেন। আমরা দেখেছি যে, এই আলো ছিল সূর্য বা নক্ষত্রমালার আলোর থেকে পৃথক এবং নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীকে ঈশ্বর আবার এই আলোয় পূর্ণ করবেন। আজ আমরা পরবর্তী দিনগুলিতে ঈশ্বর কী কী সৃষ্টি করলেন, তা দেখব।

দ্বিতীয় দিনে (৬-৮ পদ) ঈশ্বর বিতান *(firmament)* সৃষ্টি করেন। "বিতান" কথার অর্থ "নভোমণ্ডল" বা "বৃহৎ ও বিস্তৃত শূন্যস্থান" *(an expanse of empty space)*। অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে, ঈশ্বর পৃথিবীর চারিপাশে এমন এক শূন্যস্থান সৃষ্টি করেন, যা আকাশ ও পৃথিবীকে পৃথক করে। ফলস্বরূপ, এই বাতাসের ব্যবধান আকাশের জল ও পৃথিবীর জলকে পৃথক করল। শাস্ত্রে "আকাশমণ্ডল" *(Hebrew: rakia)* শব্দের দ্বারা একাধারে উপরের আকাশ ও এই বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডলকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই, দায়ূদ তাঁর ১০৪ গীতের ২ পদে এমন কথা বলেছেন, "আকাশমণ্ডলকে চাদরের (পর্দার) ন্যায় বিস্তার করেছ।" উপরের জল ও নিচের জলের কথা উল্লেখ করে মোশি আকাশের জলীয় বাষ্পের আচ্ছাদন ও পৃথিবীর সেই জলকে নির্দেশ করেছেন, যা তৃতীয় দিনে ঈশ্বর একত্র করে সমুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন। উপরের জল বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে আবার নিচের জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। ঈশ্বর এ সমস্তেরই সৃষ্টিকর্তা;তাই, দায়ূদ বলেছেন, **"হে আকাশমণ্ডলের উপরের জলসমূহ, তোমরাও তাঁহার প্রশংসা কর"** (গীত ১৪৮.৪)। অতএব, ঈশ্বরই মেঘের সৃষ্টি করেছেন, এবং তাকে বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের ব্যবধানের দ্বারা দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

তৃতীয় দিনে (৯-১৩ পদ) ঈশ্বর নিচের জল থেকে শুকনো মাটি সৃষ্টি করলেন, এবং সেই মাটিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করলেন। ধরা যেতে পারে দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর যে নিচের জলকে আকার দিয়েছিলেন, তা ছিল এক জটিল সংমিশ্রণ। তাই, তৃতীয় দিনে ঈশ্বর সেই জটিল সংমিশ্রণ থেকে জলকে পৃথক করে সমুদ্র করলেন;এর ফলস্বরূপ, অবশিষ্ট বিষয় ভূমি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। তৃতীয় দিনের এই কাজকে বর্ণনা করতে গিয়ে দায়ূদ বলেছেন, **"তিনি জলধি সকল ভাণ্ডারে রাখেন"** (গীত ৩৩.৭); যিরমিয় লিখেছেন, **"আমি বালি দিয়ে সমুদ্রের সীমা নিত্যস্থায়ী বিধি অনুসারে স্থির করেছি"** (যিরমিয় ৫.২২); আবার **"আমি কবাট দিয়ে সমুদ্রকে রুদ্ধ করেছি"** (ইয়োব ৩৮.৮)। এই সমস্ত পদের দ্বারা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে আমরা শুকনো মাটিতে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছি, কারণ, ঈশ্বর তাঁর নিজের দয়ানুসারে জলকে পৃথক করেছেন ও মাটি থেকে সরিয়ে রেখেছেন।

ইস্রায়েলের অবিশ্বাসী প্রতিবেশিরা আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও সমুদ্র সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাকাহিনীতে বিশ্বাস করত (তাদের দেবতা বলে ভয় ও পূজা করত); কিন্তু মোশি সুস্পষ্টভাবে জানালেন যে, ঈশ্বরই তাদের সকলের প্রভু। ১০ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, **"ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি দেখলেন যে, তা উত্তম।"** আদিপুস্তক প্রথম অধ্যায়ে এই কথা একাধিকবার (১০, ১২, ১৮, ২৫, ৩১) ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এখানেই প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বরের এই সুন্দর সৃষ্টি পাপের দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করলেও (রোমীয় ৮.২০-২২) আজও তা সুন্দর, যদিও তা মানুষের দ্বারা ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে।

প্রথমে মাটিতে কিছু ছিল না, তা ছিল উদ্ভিদ ও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভ্রা. সুজয় রায়)

শস্যহীন। তাই, ঈশ্বর তাঁর বাক্যের দ্বারা তা বিভিন্ন উদ্ভিদে পূর্ণ করলেন। ঈশ্বরের মুখ থেকে কথা বের হবার আগে পর্যন্ত মাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে শুকনো ও শূন্য। কারণ উদ্ভিদকে জন্ম দেবার জন্য মাটির নিজস্ব কোনও অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা ছিল না। তাই, কোনও প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভিদ-জগতের সৃষ্টি সত্য নয়। কেবল ঈশ্বরের মুখ থেকে কথা বের হবার পর সমস্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে এরা প্রত্যেকে "নিজ নিজ শ্রেণীর" উদ্ভিদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা লাভ করে, যার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এইভাবে, ঈশ্বর প্রথম ৩ দিনে ৩টি বিশেষ "শূন্যস্থান" (স্থলভূমি, সমুদ্ররাশি এবং নভোমণ্ডল) সৃষ্টি করলেন; পরবর্তী ৩ দিনে ঈশ্বর এই সমস্ত শূন্যস্থানকে পূর্ণ করলেন।

চতুর্থ দিনে (১৪-১৯ পদ) ঈশ্বর নভোমণ্ডলকে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বারা পূর্ণ করলেন। যদিও ঈশ্বর প্রথম দিন, ইতিপূর্বে আলো সৃষ্টি করেছিলেন; কিন্তু এই দিন ঈশ্বর প্রকৃতিতে এক নতুন নিয়ম স্থাপন করলেন -- সূর্য আলো বিচ্ছুরণ করবে ও চাঁদ বা তারারা রাতের আকাশে সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করবে। এরই ফলস্বরূপ দিন, মাস, বৎসর বা ঋতুর সৃষ্টি হয়। এইভাবে, সূর্য বা চন্দ্রকে নিয়মের বন্ধনে রেখে ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বর এ সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিন ও বৎসরের জন্য সৃষ্টি করলেন। এদেরকে 'চিহ্ন' বলা হয়েছে, কারণ এদের দ্বারাই ঋতুর পরিবর্তন ও সংরক্ষণ ঘটবে। তাই, আমরা এদেরকে (সূর্য বা চন্দ্র) কেবল ঈশ্বরের সৃষ্ট চিহ্ন হিসাবেই দেখব; এদেরকে ঈশ্বরের স্থানে বসাব না। তাই, যিরমিয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের আজ্ঞা করেছেন যে, **"তোমরা জাতিগণের ব্যবহার শিখিও না, আকাশের নানা চিহ্ন দেখে ভীত হোয়ো না"** (যিরমিয় ১০.২)।

ধর্মীয় কারণে, ইহূদীদের কাছে সময় ও ঋতু জানা খুব প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ, কখন বিশ্রাম দিনের শুরু বা বাৎসরিক পর্ব কখন পালন করতে হবে, তা জানা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন আবিষ্কারের আগেই মানুষ ঋতুচক্র বা দিক নির্ণয়ের জন্য ঈশ্বর-সৃষ্ট এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের উপর নির্ভর করতে শুরু করে।

ঈশ্বর পৃথিবীতে বসবাসকারী আমাদের প্রয়োজনে এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি করেছেন, তাদের পূজা করার জন্য নয়। কিন্তু ঈশ্বরকে অস্বীকার করে মানুষ নিজের মনগড়া চিন্তায় এদের দেবতার আসনে বসিয়েছে। বাধ্য হয়ে বিপথগামী মানুষকে ফেরাতে ঈশ্বর এদের আরাধনা থেকে দূরে থাকতে আদেশ করছেন, (যাত্রা ২০.১-৬; দ্বিতীয় বিবিরণ ৪.১৫-১৯; ১৭.২-৭)।

পঞ্চম দিনে (২০-২৩) ঈশ্বর আকাশ ও সমুদ্র পূর্ণ করার জন্য পাখি ও মাছদের সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর কেবল তাদের সৃষ্টি করলেন, এমন নয়, তিনি তাদের বংশধরদের জন্ম দেবারও ক্ষমতা দিলেন (২২ পদ)। ঈশ্বরের এই সুন্দর সৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে গীতরচক বলেছেন, **"হে সদাপ্রভু, তোমার নির্মিত বস্তু কেমন বহুবিধ! তুমি প্রজ্ঞার দ্বারা সে সমস্ত নির্মাণ করেছ; পৃথিবী তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। ঐ যে সমুদ্র, বৃহৎ ও চারিদিকে বিস্তীর্ণ, তথায় জঙ্গমেরা থাকে, তাহারা অগণ্য; ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড কত জীবজন্তু থাকে"** (গীত ১০৪.২৪-২৫)। ঈশ্বরের আশীর্বাদে জলের মাছ ও আকাশের পাখিরা অগণিত সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হল।

বৃহৎ তিমি মাছ থেকে শুরু করে সমস্ত জঙ্গম প্রাণী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তাই, তাদেরকে ঈশ্বরের শত্রু হিসাবে বা অসুর হিসাবে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই। যদিও বিভিন্ন ধর্মে এদের ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু আমরা এদের দেখে এদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রশংসা করব।

এইভাবে ঈশ্বর তাঁর সুন্দর সৃষ্টিকে ক্রমশ সুন্দরতম করে তুলেছেন। কেবল তাই নয়, আমাদের তাঁর প্রতিনিধি করে এই পৃথিবীর মাটিতে স্থান দেবার আগে তিনি এই পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করে তৈরি করেছেন। এ সবই আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ।

অনুগ্রহ বার্তা
অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)